

- ১৯১: ভালো-মন্দ কোন ধরনের মূল্যবোধ?
- নৈতিক (খ) অর্থনৈতিক
 - (গ) রাজনৈতিক (ঘ) সামাজিক
- ১৯২: সুশাসনের পূর্বশর্ত কী?
- (ক) নিরপেক্ষ আইন ব্যবহাৰ (খ) নিরপেক্ষ বিচার ব্যবহাৰ
 - (গ) প্রশাসনের নিরপেক্ষতা হত প্রকাশের বাবিলনতা
- ১৯৩: 'Utilitarianism' এছের লেখক কে?
- জন স্টৃয়ার্ট মিল (খ) ইমানুয়েল কান্ট
 - (গ) বট্রান্ট রাসেল (ঘ) জেনেভি বেছাম
- ১৯৪: সুশাসন প্রজাতাত্ত্ব উভাবক কে?
- (ক) ইউরোপীয় ইউনিয়ন (খ) আই. এল. ও
 - বিদ্যুত্বাঙ্ক (ঘ) জাতিসংঘ
- ১৯৫: সহস্রাব্দ উভয়ন লক্ষ আর্জনে সুশাসনের কোন নিকটতর উপর ভাঙ্গতু দেওয়া হয়েছে?
- (ক) সামাজিক দিক অর্থনৈতিক দিক
 - (গ) মূল্যবোধের দিক (ঘ) গণতান্ত্রিক দিক
- ১৯৬: 'জান হয় পুণ্য'—এই উকিটি কাদ?
- (ক) পেলিস (খ) সক্রেটিস
 - (গ) একার্ডিস্টেল প্রেটো
- ১৯৭: নৈতিকতা ও সততা দ্বারা গভর্নেন্ট আচরণগত উৎকর্ষকে কী বলে?
- দক্ষাচার (খ) মূল্যবোধ
 - (গ) মানবিকতা (ঘ) সফলতা
- ১৯৮: মূল্যবোধের উৎস কোনটি?
- (ক) ধর্ম (খ) সমাজ
 - নৈতিক চেতনা (ঘ) বন্টি
- ১৯৯: 'শার্তহীন আদেশ' ধারণাটির প্রবর্তক কে?
- (ক) আলিস্টার্ট
 - (খ) বট্রান্ট রাসেল
 - (গ) হ্যার্লার্ট স্পেক্টার
 - ইমানুয়েল কান্ট
- ২০০: সুশাসনের মূলভিত্তি—
- (ক) গণতন্ত্র
 - (খ) আমেরিকান
 - আইনের শাসন
 - (ঘ) মূল্যবোধ

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

১৪৬. রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্ভীতিপ্রবণতার জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী-
 ক. আইনের প্রয়োগের অভাব
 খ. নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাব
 গ. দুর্বল পরিবীক্ষণ ব্যবহাৰ
 ঘ. অসৎ নেতৃত্ব

উ. খ

১৪৭. প্রাথমিকভাবে একজন মানুষের মানবীয় গুণাবলী ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে-

- ক. সমাজে বসবাসের মাধ্যমে
খ. বিদ্যালয়ে
গ. পরিবারে
ঘ. রাষ্ট্রের মাধ্যমে

উ. গ

পৃষ্ঠা: ৩৫ (অগ্রদৃত নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন)

১৪৮. 'সততার জন্য সদিচ্ছা'র কথা বলেছেন-

- ক. ডেকার্ট খ. ডেভিড হিউম
গ. ইমানুয়েল কান্ট ঘ. জন লক

উ. গ

পৃষ্ঠা: ১২ (অগ্রদৃত নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন)

১৪৯. যে গুণের মাধ্যমে মানুষ 'ভূল' ও 'শক্ত' এর পার্থক্য নির্ধারন করতে পারে, তা হচ্ছে-

- ক. সততা খ. সদাচার

- গ. কর্তব্যবোধ ঘ. মূল্যবোধ

উ. ঘ

পৃষ্ঠা: ৫৬ (অগ্রদৃত নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন)

১৫০. জাতীয় অঙ্কাচার কৌশল অনুসারে 'অঙ্কাচার' হচ্ছে-

- ক. শুন্দভাবে কার্যসম্পাদনের কৌশল

- খ. সরকারী কর্মকর্তাদের আচরণের মানদণ্ড

- গ. সততা ও নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ

- ঘ. দৈনন্দিন কার্যক্রমে অনুসৃতব্য মানদণ্ড

উ. গ

পৃষ্ঠা: ১৭ (অগ্রদৃত নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন)

১৫১. বাংলাদেশে দুর্নীতিকে দণ্ডনীয় ঘোষণা করা হয়েছে যে বিধানে- www.prebd.com

- ক. ১৮৬০ সালে প্রণীত দণ্ডবিধিতে

- খ. ২০০৪ সালে প্রণীত দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে

- গ. ২০১৮ সালে প্রণীত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালাতে

- ঘ. উপরের সবগুলোতে

উ. ঘ

১৫২. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে-

- ক. বিনিয়োগ বৃক্ষি পায় খ. দুর্নীতি দূর হয়

- গ. প্রতিষ্ঠানের সুনাম হয় ঘ. যোগাযোগ বৃক্ষি পায়

উ. ক

পৃষ্ঠা: ১২২ (অগ্রদৃত নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন)

১৫৩. জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের নাম-

- ক. UNCLOS খ. UNCTAD

- গ. UNCAC ঘ. CEDAW

উ. গ

১৫৪. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সবচেয়ে উন্নতপূর্ণ উপাদান-

- ক. নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য

- খ. স্বচ্ছ নির্বাচন কমিশন

- গ. শক্তিশালী রাজনৈতিক দল

- ঘ. পরমতসহিষ্ণুতা

উ. ঘ

পৃষ্ঠা: ১১৮ (অগ্রদৃত নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন)

১৫৫. সরকারি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে 'স্বার্থের সংঘাত' (conflict of interest) এর উত্তর হয় যখন গৃহীতব্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে-

- ক. সিদ্ধান্ত এহণকারী কর্মকর্তার নিজের বা পরিবারের সদস্যদের স্বার্থ জড়িত থাকে।

- খ. প্রভাবশালী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের স্বার্থ জড়িত থাকে।

- গ. সরকারি স্বার্থ জড়িত থাকে

- ঘ. উন্নতন কর্তৃপক্ষের স্বার্থ জড়িত থাকে।

উ. ক

৪৩ অংশ বিশিষ্টতা

‘কর্তব্য সন্মান কর্তব্য’ ধারণাটির অবস্থক কে?

১) ইমানুয়েল কান্ট বা) হার্বার্ট স্পেচার গ) বার্টিজ রাসেল ঘ) আরিস্টটল
বাখ্যা : জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মীতিতে একটি পুরোপুরি
কর্তব্য কর্তব্য সন্মান কর্তব্য (Duty for Duty's sake) করা হয়।
বাস্তবে কর্তব্য কর্তব্য না হবে, অনজড়তর ব্যবহার না হবে কেবল নৈতিক কর্তব্য
করা হবে এবং এটি করা হয় অবৈধ কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করা হবে।

‘Human Society in Ethics and Politics’ গ্রন্থের লেখক কে?

১) ফ্রেডো ২) রসো ৩) বার্টিজ রাসেল ৪) জন স্টুয়ার্ট মিল
বাখ্যা : ব্রিটিশ দার্শনিক বার্টিজ রাসেলের ‘Human Society in Ethics
and Politics’ (১৯১৯ খ্র.) প্রস্তুতি রাজনীতি এবং ধর্ম উভয়ের সাথে
সম্পর্কিত নৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থানের বিবরণ।

শাসক যদি মহৎসম্পত্তি হয়, তাহলে আইন নিষ্পয়োজন, আর শাসক যদি
মহৎসম্পত্তি না হয় তাহলে আইন অকার্যকর'-এটি কে বলেছেন?

১) সন্তুষ্টিস ২) প্রেটো ৩) আরিস্টটল ৪) বেনথাম
বাখ্যা : প্রিয় দার্শনিক প্রেটো তাঁর ‘দি রিপাবলিক’ গ্রন্থে ‘আদর্শ রাষ্ট্র’ এর
ধারণা দেন। তাঁর মতে, আদর্শ রাষ্ট্রের শাসনভাব থাকবে দার্শনিক রাজাদের,
ওপর; প্রজ্ঞা ও যুক্তিই হবে যাদের মূল চালিকা শক্তি। ক্ষমতার প্রতি তারা
যোহারিত হবেন না, পক্ষপাতিত তাদের কাছে থাকবে অজান। দার্শনিক
রাজারা অবিবেচনায় শাসনকার্য পরিচালনা করবেন, তাদের পেছনে কোনো
প্রকার আইনি বাধাবাধকতা থাকবে না। প্রেটো মনে করেন, শাসক যদি আইন
না মেনে চলেন তবে আইন থাকা অর্থহীন, আবার শাসক যদি নীতিহীন কিছু না
করেন, তবে আইন থাকা অপ্রয়োজনীয়।

নৈতিক মূল্যবোধের উৎস কোনটি?

১) সমাজ ২) নৈতিক চেতনা ৩) রাষ্ট্র ৪) ধর্ম
বাখ্যা : নৈতিক মূল্যবোধ বাস্তিকে ভাল-মন, নায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত
ইত্যাদি নির্ধারণে শিক্ষা দেয়, যার ওপর সমাজ মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।
নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজে কেউ কাউকে সহযোগিতা, শ্রদ্ধা ও মানু করেন না এবং
শৃঙ্খলা থাকে না। ধর্ম হলো নৈতিক মূল্যবোধের প্রাচীনতম এবং অনাতম প্রধান
উৎস। মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপনে, কাজ-কর্ম করার
ক্ষেত্রে, খাদ্য গ্রহণে, পোশাক-পরিচ্ছেদে, কোথায় কী আচরণ করবে ধর্ম তার
দিক-নির্দেশনা দেয়। জোনাথন হেইট মনে করেন, “ধর্ম, ঐতিহ্য এবং মানব
আচরণ- তিনটি থেকেই নৈতিকতার উজ্জব হয়েছে।”

‘On Liberty’ গ্রন্থের লেখক কে?

১) ইমানুয়েল কান্ট ২) টমাস হবস ৩) জন স্টুয়ার্ট মিল ৪) জেরেমি বেনথাম
বাখ্যা : ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল এর দর্শনবিষয়ক প্রক্ষেপ ‘On

১	ক
২	গ
৩	খ
৪	ষ
৫	গ

উৎপন্ন হওয়া অর্থে Governance শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?

- ① ল্যাটিন ② গ্রিক ③ হিন্দু ④ ফারসি
- ব্যাখ্যা: ইংরেজ গভর্নেন্স (Governance) শব্দটির উৎপত্তি হিন্দু শব্দ 'kubernan' থেকে। 'গভর্নেন্স' প্রপন্থটির সাথে 'সু' অত্যয় যোগ করে 'সুশাসন' (Good Governance) শব্দটির প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। এর ফলে সুশাসনের অর্থ দাঁড়ায় নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকর শাসন।

সুশাসনের মূল ভিত্তি কী?

- ① মূল্যবোধ ② আইনের শাসন ③ গণতন্ত্র ④ আমলাতন্ত্র

ব্যাখ্যা: ইউরোপীয় কানিশনের মতে, সুশাসনের ভিত্তি হলো নীতি ও মূল্যবোধ।
মূল্যবোধ সুশাসনের কারিগর। ন্যায়নীতির ভিত্তিমূল থেকে আইন, রাষ্ট্র প্রত্নতা
গতে গঠে। রাষ্ট্রীয় সংগঠন বিকশিত হবার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচলিত ন্যায়নীতি
এবং আইনের মধ্যে বেশি পার্থক্য ছিল না। মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে
রাষ্ট্রীয় সংগঠন পূর্ণরূপ লাভ করে এবং অতীতের অনেক ন্যায়নীতিই আইনে
পরিষিদ্ধ হয়। **রাজনৈতিক মূল্যবোধ সুশাসনের মানদণ্ড।** রাজনীতির দুর্ব্বায়ন দূর
করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূল্যবোধের বিকল্প নেই। নৈতিক মূল্যবোধ সরকার
এবং সরকারের প্রশাসনব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের, সুকুমার বৃত্তিগুলোকে
পরিশীলিত করে, যার ফলে তারা সততার সাথে দায়িত্ব পালন করেন, দুনীতিতে
সিদ্ধ হন না।

কোন নৈতিক মানদণ্ড সর্বোচ্চ সুখের উপর গুরুত্ব প্রদান করে?

- ① আত্মসার্থবাদ ② পরার্থবাদ ③ পূর্ণতাবাদ ④ উপযোগবাদ

ব্যাখ্যা: সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখই নৈতিক আদর্শ। যে কাজ সর্বাধিক
লোকের সর্বাধিক সুখ উৎপাদনের উপযোগী সে কাজই ভাল বা যথোচিত।
আর যে কাজ সেই সুখ উৎপাদনের উপযোগী নয় সে কাজ মন্দ বা অনুচিত।
উপযোগিতা বা কার্যকারিতা (Utility)-ই নৈতিক কিচারের মাপকাঠি। এজন্যই
এ মতবাদ উপযোগবাদ (Utilitarianism) নামে পরিচিত। যুক্তরাজ্যের
অধিবাসী জেরেমি বেঙ্গাম 'আধুনিক উপযোগবাদ'- এর জনক হিসেবে পরিচিত।

বাংলাদেশে কত সালে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়?

- ① ২০১০ ② ২০১১ ③ ২০১২ ④ ২০১৩

ব্যাখ্যা: শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রতিবিত
আচরণগত উৎকর্ষ বৈকায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড,
নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তি- পর্যায়ে এর অর্থ হলো
কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা তথা চরিত্রনিষ্ঠা। শুদ্ধাচার চর্চা ও দুনীতি প্রতিরোধের
মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে।

বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসনের উপাদান কয়টি?

- ① ৩টি ② ৫টি ③ ৮টি ④ ৬টি

ব্যাখ্যা: সুশাসন ধারণার উভাবক বিশ্বব্যাংক। ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংকের এক
সমীক্ষার সর্বপ্রথম 'সুশাসন' (Good Governance) প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়।
বিশ্বব্যাংক সুশাসনের ৮টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছে। যথা-সরকারি প্রশাসন
ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিতা, উন্নয়নের বৈধ কাঠামো এবং স্বচ্ছতা ও তথ্যপ্রবাহ।

৬	খ
৭	ক
৮	ঘ
৯	গ
১০	গ

৪১তম বিসিএস

১. **মূল্যবোধ দৃঢ় হয়-**
- (ক) শিক্ষার মাধ্যমে
 - (গ) ধর্মের মাধ্যমে
 - (খ) সুশাসনের মাধ্যমে
 - (ঘ) গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে
- ব্যাখ্যা:** ব্যক্তি ও সামাজিক উন্নয়নের সবচাইতে শক্তিশালী মাধ্যম হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়। সত্রেটিসের ভাষায়-“শিক্ষা হলো মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের বিকাশ”। শিক্ষার চরম ও পরম লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে আদর্শ জীবনের অধিকারী তথা মূল্যবোধ সম্পন্ন করে গড়ে তোলা।
২. **কেন মূল্যবোধ রাষ্ট্র, সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত?**
- (ক) সামাজিক মূল্যবোধ
 - (ক) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
 - (খ) ইতিবাচক মূল্যবোধ
 - (ঘ) নেতৃত্ব মূল্যবোধ
- ব্যাখ্যা:** মূল্যবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নির্বাচনি রায় মেনে নেওয়ার মানসিকতা, সরকারকে নির্দিষ্ট মেয়াদে কাজ করতে দেয়া এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকার গঠন ও পরিবর্তনে বিশ্বাসী করে তোলে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিককে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে স্বুদ্ধ ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ ও দলীয়স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রাষ্ট্র, সরকার ও গোষ্ঠী কর্তৃক স্বীকৃত।
৩. **কে ‘কর্তব্যের নেতৃত্বা’র ধারণা প্রবর্তন করেন?**
- (ক) হ্যারল্ড উইলসন
 - (গ) জন স্টুয়ার্ট মিল
 - (খ) এডওয়ার্ড ওসবর্ন উইলসন
 - (ঘ) ইমানুয়েল কান্ট
- ব্যাখ্যা:** ‘কর্তব্যের নেতৃত্বা’র ধারণা প্রবর্তন করেন জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট। তিনি কর্মের সাথে সম্পৃক্ত করে কর্তব্যের ধারণাকে এনেছেন। তাঁর মতে কর্তব্য হলো সূত্রের (সার্বজনীন নীতির) প্রতি সম্মান বা ভক্তি থেকে কর্ম করার বাধ্যবাধকতা। কান্টের নীতি-তত্ত্ব অনুসারে মানুষের নেতৃত্ব মূল্যায়ন তার দ্বারা উদ্দেশ্যগত অর্জনের সমাহারের উপর নির্ভর করে না, করে ইচ্ছার ভালোত্তের ওপর, নির্বাচনের নীতির বৈশিষ্ট্যের ওপর এবং কেবল ইচ্ছাকরণের ওপর।
৪. **সভ্যতার অন্যতম প্রতিচ্ছবি হলো-**
- (ক) সুশাসন
 - (খ) রাষ্ট্র
 - (গ) নেতৃত্ব
 - (ঘ) সমাজ
- ব্যাখ্যা:** সভ্যতা বলতে মানব সমাজের একটি উন্নত পর্যায়কে বোঝায়। হেনরি মর্গান বলেন- মানব সমাজ বিবর্তিত হয়ে বর্তমান (সভ্যতা) রূপ ধারণ করেছে। সভ্যতা হলো, মানুষের বস্ত্রগত ও চিঞ্চা-গবেষণাগত ক্রিয়াকলাপের ফলাফল যা নির্দিষ্ট একটা সময়ের মাঝে কোনো একটি সমাজ তার আবিষ্কার ও অগ্রগতির মাধ্যমে প্রকাশ করে। সমাজ নেতৃত্বা, মূল্যবোধ প্রত্তি আভ্যন্তরীণ কিছু মৌলিক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত, যা ছাড়া তার ধ্বংস অনিবার্য। পৃথিবীতে অতীতে যেমন বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান হয়েছিল সেসব জাতির বিশেষ গুণাবলীর জন্য, তেমনি নেতৃত্বা ও সামাজিক চরম অবক্ষয়ের কারণে সেসব সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই সমাজকে সভ্যতার অন্যতম প্রতিচ্ছবি হিসেবে

১	ক
২	গ
৩	ঘ
৪	ঘ

১০. প্রেসিডেন্সি, মুক্তির পথ কোথায়? প্রিসিল অবগতির # ১৬৪

(১) আন্দোলন
 (২) প্রযোজন
 (৩) প্রয়োজন উদ্বোধন কর্তৃতি
 (৪) প্রযোজন পরামর্শ

ব্যাখ্যা: মুক্তির পথ কোথায় নিষ্পত্তি? ১৯৭৫ সালে বিষ্ণুপুরম এক চোখ। বিষ্ণুপুরমের মতো, মুক্তির পথ কোথায় প্রয়োজন করা যায় কীভাবে? প্রেসিডেন্সি, মুক্তি, আন্দোলন ও অন্যান্য।
 "মাঝের সন্তুষ্টি কেবল উচ্চারণের জন্য মুক্তির আবশ্যিক।"

(১) ১৬৪, ৭৪, ৭৬৬৮

(১) আন্দোলন

(২) প্রযোজন, ভূগূণ, পারামর্শ

প্রিসিল কানানেড়েন

ব্যাখ্যা: আন্দোলনের এর সাথে প্রযোজন পরিচালন নিষেগ কানানেড়েন ১৯৭৮ সালে মাসের প্রারম্ভে মুক্তির পথের প্রকৃত সম্ভব আলোচনা করতে হয়ে থালে। "মাঝের সন্তুষ্টি কেবল উচ্চারণের জন্য মুক্তির আবশ্যিক।" মুক্তির পথের প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ স্তরটা হলো-

(৩) বিজ্ঞাতা

(৪) পরিবর্তনশীলতা

(৫) আর্থিক কৃতা ✓ উপরের সদস্যের
 ব্যাখ্যা: মুক্তির পথে মানুষের আচরণ পরিবর্তনশীলতা বীতি ও মানদণ্ড।
 মুক্তির পরিবর্তনশীল। ছান, কাল পার্দে মুক্তির বিজ্ঞানপ হয়।
 সামাজিক পরিবর্তনের ফলে মুক্তির পরিবর্তন ঘটে। মুক্তির প্রকৃতপূর্ণ
 স্তরটা হলো- সামাজিক মাপকাটি, মোগন্ত ও সেচুবক্ষ, নেতৃত্ব প্রাধান্য,
 বিজ্ঞাতা, সৌচিত্র্যময়তা ও আর্থিক কৃতা, পরিবর্তনশীলতা ও সৈর্বজীবিক কৃতা।

প্রেটো 'সদস্য' বলতে সুবিধেছেন-

(১) প্রজ্ঞা, সাহস, আত্মনির্মাণ ও ন্যায় (২) আত্মপ্রত্যয়, প্রেরণা ও নিরবন্ধন

(৩) সুখ, ভাসোচ্ছ ও ধ্রেণ (৪) প্রজ্ঞা, আত্মনির্মাণ, সুখ ও ন্যায়

ব্যাখ্যা: এক দার্শনিক প্রেটো 'সদস্য' বলতে চারটি মৌলিক উণাবলীর
 কথা বলেছেন। যথা- প্রজ্ঞা (জ্ঞান), সাহস, আত্মনির্মাণ (আত্মসংবয়) ও
 ন্যায়পরায়ণতা। জ্ঞান ছাড়া মানুষ তার কর্তব্য স্থির করতে পারে না। প্রজ্ঞা
 হলো একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে উপযুক্ত সময়ে সঠিক কাজ করার সক্ষমতা।
 সাহসিকতা হলো সুখের প্রস্তুতিকে জয় করার ইচ্ছাশক্তি। আত্মসংবয়
 ব্যক্তির নেতৃত্ব প্রতিক্রিয়াতে প্রকৃতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো ব্যক্তি যদি
 আত্মনির্মাণের মাধ্যমে যত্নিপুকে দমন করতে না পারে, তাহলে তার নেতৃত্ব
 প্রতিক্রিয়াতে হয়। ন্যায়পরায়ণতা হলো ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তাকে পরিবর্তন করা
 ও সিরপেক্ষতা অবস্থন করা।



৫	গ
৬	গ
৭	ঘ
৮	ক
৯	খ
১০	খ

'Political Ideals' থেকে লেখক কে?

(১) মেকিয়াভেলি (২) রাসেল (৩) প্রেটো (৪) এরিস্টটল

ব্যাখ্যা: 'Political Ideals' (১৯১৭ খ্রি.) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উত্থানের সময়

রচিত ব্রিটিশ দার্শনিক বাট্টান্ড রাসেল এর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ ও নেতৃত্বকার

বিগ্নাতি আলোচিত হয়েছে?

(৫) অনুচ্ছেদ ১৩ - (৬) অনুচ্ছেদ ১৮ (৭) অনুচ্ছেদ ২০ (৮) অনুচ্ছেদ ২৫

৪০তম বিসিএস

১. **বাংলাদেশে 'নব-নেতৃত্ব'র প্রবর্তক হলেন-**
- (ক) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ
(গ) আরজ আলী মাতুকর
- ২. ক্ষি. সি. দেব**
(ক) আব্দুল মতান
- ব্যাখ্যা:** বাঙালি দর্শনের ইতিহাসে শহিদ দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেব 'আচের সক্রিটিস' নামেই সর্বাধিক খ্যাত। তাঁর চিন্তায় একদিকে যেমন ঢান পেয়েছে গভীর ও সুস্থ দার্শনিক তত্ত্বালোচনা, অন্যদিকে সমাজ, জীবন, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও ধর্মবিষয়ক ভাবনা। তাঁর চিন্তাদ্বারা মুসলিম সজ্ঞিয়ভাবে কাজ করেছে এক সমন্বয়ী ভাবধারা এক বিশ্বজনীন মানববৃক্ষে, সাম্য ও মৈত্রীভাবনা। তিনি তাঁর সমন্বয়ী দর্শনে বন্ধবাদকে অধ্যাত্মবাদে এবং অধ্যাত্মবাদকে বন্ধবাদে রূপান্তরিত করে এরই ভিত্তিতে একটি সার্থক জীবন ও দর্শন গড়ে তুলেছেন। তাঁর মতে, সার্থক দর্শন মাত্রই জীবনদর্শন। গোবিন্দ চন্দ্র সকল অঙ্গতা, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে ন্যায় ও বিজ্ঞানভিত্তিক নব নেতৃত্ব আদর্শের কথা চিন্তা করেছেন।
২. **সভ্য সমাজের মানদণ্ড হলো-**
- (ক) গণতন্ত্র
(গ) সংবিধান
- ৩. ক্ষি. বিচার ব্যবস্থা**
৪. আইনের শাসন
- ব্যাখ্যা:** আইন ও সমাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একে অন্যের পরিপূরক। সমাজের সর্বস্তরে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের সমপ্রয়োগের মাধ্যমেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। উন্নত ও সভ্য জাতি হিসেবে পরিচিত রাষ্ট্রে আইন ও ন্যায়বিচার তাদের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। আইন মানুষের অধিকার উপভোগ করার সুযোগ সৃষ্টি করে। আইন অমান্য করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। একটি রাষ্ট্রের চারটি উপাদান বিদ্যমান থাকার পরও যদি তাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা ঠিক না থাকে তবে তারা সভ্য জাতি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে না।
৩. **'বিপরীত বৈষম্য'- এর নীতিটি প্রয়োগ করা হয়-**
- (ক) নারীদের ক্ষেত্রে
(গ) প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে
- ৫. সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে**
(ক) সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে
(গ) পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে
- ব্যাখ্যা:** যুগে যুগে সমাজে শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের, পুরুষরা নারীদের, চেয়ে অধিক সুবিধাভোগী হিসেবে চিহ্নিত। এর বিপরীত ঘটনা অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের, পুরুষরা নারীদের, দ্বারা বৈষম্যের শিকার হলে তাকে বিপরীত বৈষম্য বলা হবে। অর্থাৎ 'বিপরীত বৈষম্য' বলতে এমন একটি অবস্থাকে বুঝায়, যেখানে বয়স, জাতি, লিঙ্গ, বর্ণ, অঙ্গমতা বা অন্যান্য সুরক্ষিত বৈশিষ্ট্যের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা অগ্রসর সম্প্রদায়ের সদস্যরা সংখ্যালঘু বা অগ্রসর সম্প্রদায়ের সদস্যের দ্বারা বৈষম্যের শিকার হয়। সাধারণত এই ধরনের দাবি কর্মসংস্থান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ক্ষেত্রে উত্তৃত হয়।

'আমরা যে সমাজেই বসবা হওয়ার প্রয়াশ করি'। এটি ক্ষেত্রিক অনুশাসন

(৬) রাজনৈতিক ও সামাজিক

(৭) আইনের শাসন

(৮) আইনের অধ্যাদেশ

ব্যাখ্যা: দৈনন্দিন কাজের

মানুষ যে সকল নীতি

মেনে চলে তার সম্

নাগরিককে নীতিজ্ঞান

মানে, শৃঙ্খলা পরিপ

নাগরিক সচেতনতাৰ

মূল্যবোধ হলো-

(৯) মানুষের সঙ্গে ম

(১০) মানুষের আচরণ

(১১) সমাজজীবনে ম

(১২) মানুষের প্রতি

ব্যাখ্যা: মূল্যবো

মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ

প্রতিফলিত হবে

সমাজের যথা

নিয়ন্ত্রণ করে

করে মূল্যবো

জাতিসংঘের

(১৩) দারিদ্র্য

(১৪) মৌলিক

(১৫) মৌলিক

(১৬) নারীবো

ব্যাখ্যা: মূল্যবো

মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ

প্রতিফলিত হবে

সমাজের যথা

নিয়ন্ত্রণ করে

করে মূল্যবো

জাতিসংঘের

(১৭) দারিদ্র্য

(১৮) মৌলিক

(১৯) নারীবো

ব্যাখ্যা: শাসনে

আইনের

ক্ষেত্রে

করে

স্বাধীন

(২০) সুস্থি

(২১) সুস্থি

(২২) ক

(২৩) খ

(২৪) গ

(২৫) ঘ

(২৬) ঘ

(২৭) ঘ

(২৮) ঘ

(২৯) ঘ

(৩০) ঘ

১	খ
২	ঘ
৩	খ

George's নেতৃত্ব, মূল্যবোধ ও সুশাসন

বিসিএস প্রশ্নোত্তর # ১৯৩

‘আমরা যে সমাজেই বসবাস করি না কেন, আমরা সকলেই ভালো নাগরিক হওয়ার প্রত্যাশা করি’। এটি-

ক) নেতৃত্ব অনুশাসন

খ) রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুশাসন

গ) আইনের শাসন

ঘ) আইনের অধ্যাদেশ

ব্যাখ্যা: দৈনন্দিন কাজকর্ম ও সামাজিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মানুষ যে সকল নীতি, আদর্শ এবং সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগত অনুশাসন মেনে চলে তার সমষ্টিকে নেতৃত্ব বলে। নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু হলো নাগরিককে নীতিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া। নেতৃত্ব অনুশাসনের প্রভাবে মানুষ আইন মানে, শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ করে না এবং রাষ্ট্রের অনুশাসনকে শুন্দা করে। নাগরিক সচেতনতার মানদণ্ড হলো নেতৃত্ব অনুশাসন।

মূল্যবোধ হলো-

ক) মানুষের সঙ্গে মানবের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ

খ) মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড

গ) সমাজজীবনে মানুষের সুখী হওয়ার প্রয়োজনীয় উপাদান

ঘ) মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলীর দিক নির্দেশনা

ব্যাখ্যা: মূল্যবোধ হলো মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড। মূল্যবোধ অকৃত্রিম ও অর্জিত আপোষহীন নীতি যা দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। এটি জীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের যথাযথ সম্পর্ক নির্ণয় করে। সমাজের সদস্যদের আচরণগত ধারণাকে নিয়ন্ত্রণ করে, অখণ্ডতা ও সংহতি বজায় রেখে উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করে মূল্যবোধ।

জাতিসংঘের অভিযন্ত অনুসারে সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো-

ক) দারিদ্র্য বিমোচন

খ) মৌলিক অধিকার রক্ষা

গ) মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন

ঘ) নারীদের উন্নয়ন ও সুরক্ষা

ব্যাখ্যা: সুশাসন হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিফলন যেখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে, সর্বোচ্চ স্বাধীন বিচার বিভাগ থাকবে, আইনের শাসন থাকবে, নীতির গণতন্ত্রায়ন থাকবে, মানবাধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে, মতামত ও পছন্দের স্বাধীনতা থাকবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকবে। জাতিসংঘের ভাষায়-স্বাধীনতা থাকবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকবে।

‘সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন’।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কর্তব্য হলো-

ক) সরকার পরিচালনায় সাহায্য করা

খ) নিজের অধিকার ভোগ করা

গ) সংতোষে ব্যবসা-বাণিজ্য করা

ঘ) নিয়মিত কর প্রদান করা

৪ ক

৫ খ

৬ গ

৭ ঘ

ব্যাখ্যা: সুশাসন প্রতিষ্ঠায় একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধিকার ভোগের নিয়ম।
নাগরিককে বেশ কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন- সামাজিক
দায়িত্ব পালন, রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন, আইন মান্য করা, সম্পদ
শিক্ষাদান, রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, জাতীয় সম্পদ রক্ষা, আইন
শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করা, সচেতন ও সজাগ হতে হবে, সংবিধান মেঝে
চলা, সুশাসনের আগ্রহ এবং উদার ও প্রগতিশীল দলের প্রতি সমর্থন। নিয়মিত
কর প্রদান করা নাগরিকদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। রাষ্ট্র নাগরিকদের ওপর
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আরোপ করে। কর থেকে প্রাণ অর্থ দিয়ে রাষ্ট্রীয়
কাজ সুসম্পন্ন হয়। নাগরিকগণ যদি স্বেচ্ছায় যথাসময়ে কর প্রদান না করে
তাহলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন এ অগ্রযাত্রা ব্যাহত হবে এবং সুশাসন বাধাগ্রস্ত হবে

৮.

মূল্যবোধের চালিকা শক্তি হলো-

ক) উন্নয়ন খ) গণতন্ত্র গ) সংস্কৃতি ঘ) সুশাসন

ব্যাখ্যা: দৈনন্দিন ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে সমস্ত নীতিমালা
দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, তার
সমষ্টিকে মূল্যবোধ বলে। মূলত মূল্যবোধ হলো সামাজিক শিষ্টাচার, সততা,
ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি মানবিক সুকুমার বৃত্তির
সমষ্টি। আর সংস্কৃতি হলো সার্বিক জীবন প্রণালি। একজন ব্যক্তি তার জীবনে
যা কিছু করে সবই সংস্কৃতির অন্তর্গত। সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের অর্জিত
আচার-আচরণ, ব্যবহার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, নীতি-প্রথা, আইন ইত্যাদির
জটিল সমন্বয়ই হলো সংস্কৃতি। মানুষের যাবতীয় কার্যকলাপ তার সংস্কৃতি দ্বারা
নিয়ন্ত্রিত। মূলবোধ হলো একটি কাজিক্ত উপাদান যা ব্যক্তি সমাজের নিকট
থেকে এবং সমাজ ব্যক্তির নিকট থেকে প্রত্যাশা করে। যেহেতু সংস্কৃতি মানুষকে
তার কাজিক্ত আচরণটি শেখায়, তাই সংস্কৃতিই মূল্যবোধের চালিকা শক্তি।

৯.

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে-

ক) দুর্নীতি দূর হয় খ) বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়

গ) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ঘ) কোনোটিই নয়

ব্যাখ্যা: সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর সহিংস আচরণ এবং হরতাল, জ্বালাও-পোড়াও নীতি
অবলম্বনের ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নয়ন সহযোগী দাতা
সংস্থাগুলো মুখ ফিরিয়ে নেয়, বিদেশি উদ্যোক্তরা শিল্প-কলকারখানা স্থাপনে
বা পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত
হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। যে দেশের সুশাসন যত উন্নত সে দেশের অর্থনীতি
তত শক্তিশালী। সুশাসনকে অর্থনীতির প্রাণশক্তি বলা হয়।

তথ্য পাওয়া মানুষের কী ধরনের অধিকার?

ক) রাজনৈতিক খ) অর্থনৈতিক গ) মৌলিক

ঘ) সামাজিক

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের
অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা,
বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৩৮তম বিলি এস

বেদের দেওয়ান কোম দেশের অধিবাসী হিসেবে

ক্রি জার্মানী

(১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ব্যাখ্যা: যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী বেদের দেওয়ান হিসেবে

একজন উত্তরের দার্শনিক, আইনজীবিত এবং নথী সম্বৰ্ধে বিজ্ঞান

উপরোগবাদ (Modern Utilitarianism) এবং নথী সম্বৰ্ধে বিজ্ঞান

মূল্যবোধ পরীক্ষা করে-

ক্রি ভারত ও ইণ্ড

(২) সৈতিকতা ও অসৈতিকতা

ব্যাখ্যা: মূল্যবোধ হলো - মানুষের প্রাচৰে পরিচালনাতে বীজি ও বাসন্ত

এর মাধ্যমে মানুষের ব্যবহার ও বীজি-বীজি পরিচালন এবং এন্ডু সম্বৰ্ধে মানুষের

কাজের ভাল-ব্যবহার ব্যাক-ব্যাক এবং সৈতিকতা-অসৈতিকতা বিজ্ঞান করা হবে।

গোড়েল মিন (Golden Mean) হলো -

ক্রি সমস্ত সংস্কার কর্মের সত্ত্ব

(৩) দুটি চৰে পঞ্চায় মৰ্যাদাতৰী অবস্থা

(৪) প্রিভুজের দুটি বাচন ভূ-কেন্দ্ৰিক সম্পর্ক

(৫) একটি প্রাচীন দার্শনিক ধাৰার নাম

ব্যক্তি সহলশীলতাৰ শিক্ষা কৰে করে -

ক্রি সুশাসনেৰ শিক্ষা থেকে

(৬) আহিমেৰ শিক্ষা থেকে

(৭) মূল্যবোধেৰ শিক্ষা থেকে

(৮) কাৰ্ত্তব্যবোধ

ব্যাখ্যা: মূল্যবোধ (Values) - এৰ একটি কেন্তুলী উপাদান (Elements)

সহলশীলতা। সহলশীলতা অস্মৈৰ মাত্ৰাতক বৈৰি কৰে শৰণ এবং কেন্তুলী

সাথে বিবেচনা কৰাৰ বোগুজা গৈৰি কৰে। ভাৰতীয়া প্ৰশংসিত কৰে মুখী ও

সুন্দৰ সমাজ গঠনে সাহাৰ কৰে সহলশীলতা। বেদেৰ মানুষ এত সহলশীল

দে দেশ তত দুশুজল এবং উৎসু

সুশাসনেৰ কোম দীতি সহলশীলেৰ বাবীতাক লিপিত কৰে।

(৯) অংশগ্রহণ

(১০) প্ৰচৰ্তা

ব্যাখ্যা: UNDP সুশাসনেৰ গাঁটি বৃপ্তিৰ উপন্থেৰ কথা ভক্তিৰ কৱেছে।

অংশগ্রহণ (Participation) এসেৰ মন্তে অশুভম। অংশগ্রহণ বলতে

বাস্তৱেৰ শাসন ব্যবহাৰ দীতি বিৰাবৰি এবং তা বাস্তৱ কৈ জনগণেৰ মন্তে দাখিল

বাস্তৱকে বোৰাৰ। বাস্তৱ কৈ বাস্তৱ সকল পৰ্যাতে শকী ও পুজুৰেৰ অংশগ্রহণ

কৈটোকে বোৰাৰ। বাস্তৱ কৈ বাস্তৱ সকল পৰ্যাতে শকী ও পুজুৰেৰ অংশগ্রহণ

সুশাসনেৰ অন্যতম ভিত্তি। সহলশীলেৰ বাবীতা এবং বাক বাবীতা জনগণেৰ

অংশগ্রহণেৰ ভিত্তিতেই লিপিত হৈ

১	ষ
২	ষ
৩	খ
৪	গ
৫	ক

১৯৬ // বিসিএস প্রশ্নোত্তর

George's সেকেলা, মুম্বাই

৬. নিচের কোন রিপোর্টে বিশ্বব্যাপক সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছে?

- (১) শাসন প্রক্রিয়া ও মানব উন্নয়ন
- (২) শাসন প্রক্রিয়া এবং সুশাসন
- (৩) শাসন প্রক্রিয়া এবং সৈতিক শাসন প্রক্রিয়া
- (৪) শাসন প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন

ব্যাখ্যা: সুশাসন ধারণার উভাবক বিশ্বব্যাপক। ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাপক সমাজিক সর্বপ্রথম 'সুশাসন' (Good Governance) ঘোষণা করা হয়। ১৯৯২ সালে বিশ্ব ব্যাপক সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করে 'শাসন প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন' (Governance and Development) শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

৭. নিচের কোনটি সুশাসনের উপাদান নয়?

- (১) অংশগ্রহণ
- (২) স্বচ্ছতা
- (৩) নেতৃত্বিক শাসন
- (৪) জবাবদিহিতা

ব্যাখ্যা: UNDP সুশাসন নিশ্চিত করতে ৯টি প্রধান উপাদানের কথা উল্লেখ করেছে। যথা-

- ১) অংশগ্রহণ ✓
- ২) স্বচ্ছতা ✓
- ৩) জবাবদিহিতা ✓
- ৪) আইনের শাসন ✓
- ৫) সংবেদনশীলতা ✓
- ৬) কার্বকারিতা ও দক্ষতা
- ৭) একমত প্রতিবেজ্ঞ
- ৮) ন্যায়প্রয়োগ এবং
- ৯) কৌশলগত দৃষ্টি

৮. নিচের কোনটি সংস্কৃতির উপাদান নয়?

- (১) আইন
- (২) প্রতীক
- (৩) ভাষা
- (৪) মূল্যবোধ

ব্যাখ্যা: সংস্কৃতি (Culture) হচ্ছে মানুষের সামাজিক জীবনস্থানে উদাহরণস্বরূপ মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-বৃদ্ধি, আচার-অনুষ্ঠান, ইতিহাস ইত্যাদির মার্জিত রূপেই সংস্কৃতি। মূল্যবোধ, ভাষা, প্রতীক, অর্থাৎ (লোকচরিতা), প্রথা এবং জ্ঞান সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান।

৯. কোন বছর ইউ এন ডি পি (UNDP) সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদর্শন করে?

- (১) ১৯৯৫
- (২) ১৯৯৮
- (৩) ১৯৯৭
- (৪) ১৯৯৯

ব্যাখ্যা: ইউ এন ডি পি (UNDP) ১৯৯৭ সালে 'হাবী মানব উন্নয়নের জন্য শাসন' (Governance for Sustainable Human Development) শিরোনামে এর নীতি নথিতে সুশাসনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে। এতে বলা হয়েছে- "কোন দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সকল পর্যায়ের কাজের মধ্যে শাসনপ্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা যাব"।

শূন্যবাদ যে ল্যাটিন শব্দ থেকে উচ্চত তার অর্থ -

- (১) সব
- (২) কিছুই না
- (৩) সর্বজনীন
- (৪) কিছু

ব্যাখ্যা: 'শূন্যবাদ' কথাটি ল্যাটিন শব্দ Nihil/ Nil থেকে এসেছে। এর অর্থ শূন্য বা কিছুই না। 'শূন্যবাদ' একটি দর্শনের নাম যাতে ইত্থর বা প্রাণীর অঙ্গত্বকে স্বীকার করা হয় না।

৬	ঘ
৭	গ
৮	ক
৯	ব
১০	ব

৩৭তম বিসিএস

১. একজন যোগ্য প্রশাসক ও ব্যবস্থাপকের অভ্যাবশ্বাসীয় মৌলিক স্বাধীনের মধ্যে প্রেরণ গুণ কোনটি?

- ১) দায়িত্বশীলতা
- ২) দক্ষতা

(১) নৈতিকতা

(২) সরদতা

ব্যাখ্যা: সুশাসনের একটি শুরুত্তপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো 'নৈতিকতা'। 'দর্শন, নৈতিকতা' এবং 'মানব আচরণ'। এই তিনটি থেকেই নৈতিকতার উচ্চব হয়েছে। আইন অপেক্ষা নৈতিকতার সীমানা অনেক বেশি প্রসারিত। নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা শাসন কাজ পরিচালনা করা হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাই শিক্ষাও গ্রহণ ও বাস্তবায়নকারী ব্যক্তিবর্গের নৈতিক চরিত্রের বিষয়টি অত্যন্ত শুরুত্তপূর্ণ।

আমাদের চিরস্তন মূল্যবোধ কোনটি?

- ১) সত্য ও ন্যায়
- ২) শৰ্ততা

(১) স্বার্থকতা

(২) অসহিষ্ণুতা

ব্যাখ্যা: কতগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাসকে মূল্যবোধ বলে। স্বাধীনতা, ন্যায়নীতি, সততা প্রভৃতি মূল্যবোধের উদাহরণ। সামাজিক পরিবেশে মানুষের আচরণ ক্ষেত্রের বৈচিত্র্যতার প্রেক্ষাপটে মূল্যবোধ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। ১৯২৮ সালে জার্মান দার্শনিক ও সামাজিকবিজ্ঞানী Edward Spranger, মানুষের আচরণ যথাযথ ভাবে বিশ্বেষণের জন্য মূল্যবোধের স্বরূপ ও কাঠামো নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ছয় ধরনের মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- ১) তাত্ত্বিক মূল্যবোধ ২) অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ৩) সৌন্দর্যবোধ মূল্যবোধ ৪) সামাজিক মূল্যবোধ ৫) রাজনৈতিক মূল্যবোধ এবং ৬) ধর্মীয় মূল্যবোধ।

২. কোনটি ন্যায়পরায়ণতার নৈতিক মূলনীতি নয়?

- ১) পুরস্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে সমতার নীতি প্রয়োগ
- ২) আইনের শাসন

(১) ন্যায়পরায়ণতার উচ্চ শিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়োগ

- ৩) সুশাসনের জন্য উচ্চ শিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়োগ

ব্যাখ্যা: যার যা প্রাপ্ত তাকে তা প্রদান করাই হলো ন্যায়পরায়ণতা। সমতা ও সুবিচারের ভিত্তিতে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. সুবিচারের ভিত্তিতে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে উপাদান উল্লেখ করেছে?

- ১) ৬টি
- ২) ৮টি

(১) ৭টি

(২) ৯টি

ব্যাখ্যা: 'United Nations Development Programme' (UNDP) সুশাসন নিশ্চিত করতে ৯টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- ১) সুশাসন নিশ্চিত করতে ৯টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- ১) অংশগ্রহণ, ২) আইনের শাসন, ৩) স্বচ্ছতা, ৪) সংবেদনশীলতা, ৫) এক্যমত্য অভিযোজন, ৬) ন্যায়পরায়ণতা, ৭) কার্যকারিতা ও দক্ষতা, ৮) জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা এবং ৯) কৌশলগত দৃষ্টি।

১	১
২	২
৩	৩
৪	৪

৫. নেতৃত্ব শক্তির প্রধান উপাদান কি?

(ক) সততা ও নিষ্ঠা

(খ) মাঝা ও মমতা

ব্যাখ্যা: সততেকে সতত বলা, অন্যায়কে অন্যায় বলা, ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-
মিথ্যার ভেদাভেদ বুঝে নিজের মানবিক ও ধর্মীয় বিকাশ ঘটিয়ে বর্ণিত হৈছে।

৬. জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে বনিষ্ঠ প্রত্যয় চলে-

(ক) সুশাসন

(খ) আইনের শাসন

(গ) রাজনীতি

(ঘ) মানববিকাশ

ব্যাখ্যা: সুশাসন হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবহার প্রতিকলন যেখানে গবেষণা ও
শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে, সর্বোচ্চ সুবিধা বিচার সিদ্ধান্ত প্রয়োগ
থাকবে, নীতির গণতান্ত্রিক থাকবে, মানববিকাশের নিয়ন্ত্রণ
থাকবে, সিদ্ধান্ত প্রহণে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে, মতবাস
পছন্দের স্বাধীনতা থাকবে এবং দ্রুততা ও জবাবদিহিতা থাকবে।

৭. সরকারী চাকরিতে সততার মাপকাটি কি?

(ক) যথা সময়ে অকিসে আগমন ও অবিস ত্যাগ করা

(খ) দাপ্তরিক কাজে কোনো অবৈধ সুবিধা প্রহণ না করা

(গ) নির্মোহ ও নিরপেক্ষ ভাবে অর্পিত দায়িত্ব দ্বারা সম্পন্ন করা

(ঘ) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যে কোন নির্দেশ প্রতিপালন করা

ব্যাখ্যা: সরকারী চাকরিতে যথা সময়ে অকিসে আগমন ও অবিস ত্যাগ করা
এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যে কোনো নির্দেশ প্রতিপালন করা দায়িত্বশূন্যতা
পরিচয়। কিন্তু নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে অর্পিত দায়িত্ব দ্বারা সম্পন্ন করা
সততার বহিঃপ্রকাশ।

৮. রাষ্ট্রের চতুর্থ জুত্ত কাকে বলা হয়?

(ক) রাজনীতি

(খ) দুবিজীবী

(গ) সংবাদ মাধ্যম

(ঘ) দুবশক্তি

ব্যাখ্যা: গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসন ব্যবহার রাষ্ট্র পরিচালন অনুষ্ঠানিক অঙ্গ হ
স্তুতি ৪ টি। যথা- আইন বিভাগ, নির্বাচী বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং গবেষণা
(সংবাদ মাধ্যম)।

৯. সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণয়নে কোন মূল্যবোধটি গুরুত্বপূর্ণ নহ?

(ক) বিশ্বস্ততা

(খ) সৃজনশীলতা

(গ) নিরপেক্ষতা

(ঘ) জবাবদিহিতা

ব্যাখ্যা: সরকারি সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে 'বিশ্বস্ততা', 'জবাবদিহিত' ও
'নিরপেক্ষতা' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু 'সৃজনশীলতা' একেব্রে মুখ্য নহ।

১০. 'সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সঙ্গে সুশীল সামাজের, সরকারের সঙ্গে শক্তি'
জনগণের, শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্ক বোঝাব'- উভিতি কোনো?

(ক) এরিস্টটল

(খ) জন স্টুয়ার্ট মিল

(গ) ম্যাককর্নী

(ঘ) মেকিন্সেন্সি

ব্যাখ্যা: ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষার সর্বপ্রথম 'সুশাসন' প্রচারণ
ব্যবহার করা হয়। এটি আধুনিক শাসন ব্যবহার সংযোজিত রূপ।

৩৬তম বিজ্ঞাপন

১. সুশাসনের পূর্বশর্ত হলো-

- (ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন
- (গ) সামাজিক উন্নয়ন

- (খ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন
- (ঘ) সবগুলোই

২. 'সুবর্ণ মধ্যাক' হলো-

- (ক) গান্ধিতিক মধ্যামান

- (খ) দুটি চরমপঞ্চার মধ্যামতী খচা

- (গ) সঞ্চাবা সবধরনের কাজের মধ্যামান

- (ঘ) একটি দাশনিক সম্পদায়ের নাম

নৈতিক আচরণবিধি (Code of ethics) বলতে বুঝায়-

- (ক) মৌলিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত সাধারণ বচন যা সংগঠনের পেশাগত ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করে

- (খ) বাস্তবতার নিরিখে নির্দিষ্ট আচরণের মানদণ্ড নির্ধারণ সংক্রান্ত আচরণবিধি

- (গ) দৈনন্দিন কার্যকলাপ ত্বরান্বিত করণে প্রণীত নৈতিক নিয়ম, মানদণ্ড বা আচরণবিধি

- (ঘ) উপরের তিনটিই সঠিক

একজন জনপ্রশাসকের মৌলিক মূল্যবোধ হলো-

- (ক) স্বাধীনতা

- (খ) ক্ষমতা

- (গ) কর্মদক্ষতা

- (ঘ) জনকল্যাণ

সুশাসনের পথে অন্তরায়-

- (ক) আইনের শাসন

- (খ) জবাবদিহিতা

- (গ) স্বজনপ্রীতি

- (ঘ) ন্যায়পরায়ণতা

ব্যক্তিগত মূল্যবোধ লালন করে-

- (ক) সামাজিক মূল্যবোধকে

- (খ) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে

- (গ) ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে

- (ঘ) স্বাধীনতার মূল্যবোধকে

নৈতিকভাবে বলা হয় মানবজীবনের-

- (ক) নৈতিক শক্তি

- (খ) নৈতিক বিধি

- (গ) নৈতিক আদর্শ

- (ঘ) সবগুলোই

৮. 'Power : A New Social Analysis' গ্রন্থটি কার লেখা?

- (ক) ম্যাকিয়াভেলি

- (খ) হবস্

- (গ) লক

- (ঘ) রাসেল

মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে-

- (ক) দুর্নীতি রোধ করা

- (খ) সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা

- (গ) রাজনৈতিক অবক্ষয় রোধ করা

- (ঘ) সাংস্কৃতিক অবরোধ রক্ষণ করা

৯. সুশাসন হচ্ছে এমন এক শাসন ব্যবস্থা যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে-

- (ক) সুসম্পর্ক গড়ে তোলে

- (খ) আন্তর সম্পর্ক গড়ে তোলে

- (গ) শাস্তির সম্পর্ক গড়ে তোলে

- (ঘ) কোনোটিই নয়

১	খ
২	খ
৩	ঘ
৪	ঘ
৫	গ
৬	ঘ
৭	গ
৮	ঘ
৯	খ
১০	ক

৩৮তম বিজ্ঞান

১. নীতিবিদ্যার আলোচ্চা বিষয় কী?
- (১) মানুষের আচরণের মানবিক পার্শ্ব সম্পর্ক
 - (২) মানুষের জীবনের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের আপগোচরণ
 - (৩) সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ পার্শ্ব
 - (৪) সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আলোচিত্ব ও প্রয়োগ
২. মানুষের কোন ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্চা বিষয়?
- (১) পাইক ক্রিয়া
 - (২) অনৈপিক ক্রিয়া
 - (৩) ইচ্ছা নিরপেক্ষ ক্রিয়া
 - (৪) ক ও খ মাধ্যক ক্রিয়া
৩. মূল্যবোধ (Values) কী?
- (১) মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানবিক
 - (২) গুরু মানুষের প্রতিষ্ঠানিক কার্যাদি নির্ধারণের দিক নির্দেশনা
 - (৩) সমাজ জীবনের মানুষের সুবৃহৎ হওয়ার প্রয়োজনীয় মনোভাব
 - (৪) মানুষের সঙ্গে মানুষের পারম্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ
৪. সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি কী?
- (১) আইনের শাসন
 - (২) নৈতিকতা
 - (৩) সামা
 - (৪) উপরের সবওলো
৫. সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে-
- (১) মত প্রকাশের স্বাধীনতা
 - (২) প্রশাসনের নিরপেক্ষতা
 - (৩) নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা
 - (৪) নিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থা
৬. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goals) অর্জনে সুশাসনের কোন দিক্ষিণ উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে?
- (১) সুশাসনের সামাজিক দিক
 - (২) সুশাসনের অর্থনৈতিক দিক
 - (৩) সুশাসনের মূল্যবোধের দিক
 - (৪) সুশাসনের গণতান্ত্রিক দিক
৭. "আইনের চোখে সব নাগরিক সমান।" - বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর ধারায় এ নিচয়তা প্রদান করা হয়েছে?
- (১) ধারা ০৭
 - (২) ধারা ২৭
 - (৩) ধারা ৩৭
 - (৪) ধারা ৪৭
৮. Johannesburg Plan of Implementation সুশাসনের সঙ্গে নিচের কোন বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়?
- (১) টেকসই উন্নয়ন
 - (২) সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
 - (৩) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন
 - (৪) উপরের কোনোটিই নয়
৯. "সুশাসন" শব্দটি সর্বপ্রথম কোন সংস্কৃত ভাষাবে ব্যাখ্যা করে?
- (১) জাতিসংঘ
 - (২) ইউ.এন.ডি.পি
 - (৩) বিশ্বব্যাংক
 - (৪) আই.এম.এফ
১০. নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের অনুপস্থিতি কিসের অন্তরায়?
- (১) সামাজিক অবক্ষয়ের
 - (২) মূল্যবোধের অবক্ষয়ের
 - (৩) সুশাসনের
 - (৪) শিক্ষার গুণগতমানের